সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ◻ ৪২তম বর্ষ ◻ দ্বাদশ সংখ্যা ◻ চৈত্র ১৪২৫ ◻ পৃষ্ঠা ৮

কুমিল্লায় ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ... ২ | খুলনার দৌলতপুরে নিরাপদ পান ... ৩ | গবেষণা এবং সম্প্রসারণ একই ... ৪ | খাগড়াছড়িতে বিনা উদ্ভাবিত আউশ ... ৬

ভোজ্যতেলের উৎপাদন বাড়াতে হবে – মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সরিষা/তেলবীজ চাষ সম্প্রসারণ ও ভোজ্যতেলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক সভায় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

মাথাপিছু ভোজ্যতেলের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় ভোজ্যতেলের উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেছেন, আমাদের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী নতুন নতুন তেলবীজের জাত উদ্ভাবন করে, ব্যাপক হারে আবাদ করতে হবে। ভোজ্যতেলের উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানি কমাতে হবে। ১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সরিষা/তেলবীজ চাষ সম্প্রসারণ ও ভোজ্যতেলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে এক সভায় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, এক সময় ভোজ্যতেল হিসেবে সরিষাই প্রধান ছিল। সরিষা শুধু তেলই নয়, এর থেকে পুষ্টিসমৃদ্ধ খৈল পাওয়া যায়, যা আমাদের মৎস্য ও পশু খাদ্য হিসেবে বেশ চাহিদা রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, তেলবীজ আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশে তেলবীজ চাষের এলাকা বৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সব ধরনের সহায়তা করবে সরকার।

সভায় জানানো হয়, দেশে মোট ভোজ্যতেলের চাহিদা ৫১ দশমিক ২৭ লাখ টন, যার মধ্যে ৪৬ দশমিক ২১ লাখ টন আমদানি করতে হয়। এর মূল্য ৩ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার। আমাদের দেশে তেল ফসলের মধ্যে সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, তিসি, সয়াবিন ও সূর্যমুখী প্রভৃতি চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে সরিষা, তিল এবং সূর্যমুখী থেকেই সাধারণত তেল বানানো হয়। বর্তমানে দেশে আবাদি জমির মাত্র ৪ ভাগে তেল ফসলের আবাদ হয়। দেশে সামান্য পরিমাণ সয়াবিন উৎপন্ন হয়, এ থেকে তৈরি খৈল হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমদানি করা সয়াবিন থেকেও বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে তেল তৈরি হয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, দেশের মানুষ গড়ে প্রতিদিন ২০ থেকে ২২ গ্রাম করে তেল খায়। বিগত মৌসুমে প্রায় ৭ দশমিক ২৪ লাখ হেক্টর জমিতে তেলবীজ ফসলের চাষ করে ৯ দশমিক ৭০ লাখ টন ফসল উৎপন্ন হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৯ থেকে ১০ শতাংশ। এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সঠিক তথ্য পেতে একটি কৃষি তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে, কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে আয়োজিত কৃষিভিত্তিক মিডিয়া সংলাপ ২০১৯ এ বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বিবিএসের মধ্যে তথ্যের যে ফারাক রয়েছে তা কমিয়ে আনা হবে। পাশাপাশি সঠিক তথ্য পেতে একটি কৃষি তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে। এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

খাদ্যশস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে –কৃষি সচিব

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বরিশাল অঞ্চলে আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধি শীর্ষক দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

এসডিজি বাস্তবায়নে খাদ্যশস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে। এটি একটি চ্যালেন্স। তবে অসম্ভব নয়। অতিরিক্ত এ ফলন আমন ও আউশের মাধ্যমেই হতে পারে। এ বছরে আউশ ধানের লক্ষমাত্রা এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কুমিল্লায় ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রজেক্টের রিজিওনাল প্রোগ্রেস রিভিউ ওয়ার্কশপ

–মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কুমিল্লায় ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রজেক্টের রিজিওনাল প্রোগ্রেস রিভিউ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব আলতাবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল

কৃষিতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে কৃষক-কৃষাণীদের সম্পৃক্ত করে এগিয়ে নিতে হবে। সে সাথে কৃষকের ফসলের মাঠের সমস্যা নিরূপণ করে দ্রুত গতিতে সমাধান দিতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের আয়োজনে, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে, ৮/৪/১৯ তারিখে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেইজ-২ প্রজেক্টের (এনএটিপি-২) অর্থায়নে, রিজিওনাল প্রোগ্রেস ২০১৮-১৯ এর এক দিনের রিভিউ ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব আলতাবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল এসব কথা বলেন।

সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ শ্রীনিবাস দেবনাথ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল। বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন ড. রতন চন্দ্র দে, পরিচালক, পিআইইউ, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেইজ-২ প্রজেক্ট, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা; কৃষিবিদ ফারুক আহমদ, উপপরিচালক (ওএমই), (এনএটিপি-২) খামারবাড়ি, ঢাকা। কর্মশালায় প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করেন- কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা অঞ্চল। কৃষি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কর্মসূচি উপস্থাপনা করেন- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের উপপরিচালকবৃন্দ।

কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও এনএটিপি প্রকল্পভুক্ত সকল কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেইজ-২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)' কৃষি সেক্টরের একটি বৃহৎ দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, যা ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের সমন্বয়ে দেশের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে এবং দেশের কৃষকদের আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি বাস্তবায়ন করা এ কর্মশালার উদ্দেশ্যে।

সঠিক তথ্য পেতে একটি কৃষি তথ্য ভাণ্ডার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তথ্য প্রচারে মিডিয়া সারা পৃথিবীতে অপরিহার্য। সংবাদে মিডিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক বিধিবহির্ভূত কাজ ও অর্জন গণমাধ্যম তুলে ধরে। ০৩ এপ্রিল ২০১৯ প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত 'কৃষিভিত্তিক মিডিয়া সংলাপ ২০১৯' এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, যে কোনো মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নের জন্য মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মন্ত্রণালয়ে কি কাজ হচ্ছে তার গঠনমূলক সমালোচনা হলে সংশ্লিষ্টরা তা শোধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারে। মিডিয়া শুধু এটুকুই নয়, বিদেশীরা এ দেশে বিনিয়োগ করতে পারবে কি না, বিনিয়োগ করার মতো পরিবেশ আছে কি না। মিডিয়ার মাধ্যমে তা তুলে ধরতে পারে এবং এ বিষয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, আগামী ৫ বছরে কৃষিকে সত্যিকার অর্থে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করা হবে। সেই সঙ্গে আমরা নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তাও দিতে পারব। আগামীতে কৃষির গুরুত্ব আরো বাড়বে। আমাদের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ রয়েছে। আমি খাদ্যমন্ত্রী থাকার সময় নিরাপদ খাদ্য আইন নিয়ে এসেছিলাম। আমি চাই এই কর্তৃপক্ষ যথযথ কাজটি করুক।

ভর্তুকির বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সরকার যদি কৃষিতে ভর্তুকি না দিত তাহলে এত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন কখনই সম্ভব হতো না। স্বাধীনতার বছরে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন ছিল ১০ লাখ মেট্রিক টন। সেখানে বর্তমানে দেশে খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে ৪ কোটি ১৩ লাখ মেট্রিক টন। এবার খাদ্য উৎপাদনের যে টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছিল তার চেয়ে ১৩ লাখ টন খাদ্য বেশি উৎপাদন হয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পশ্চিমা সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা নানা কটূক্তি করেছিল। শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সমস্ত আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণ করেছে। বর্তমানে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করার চেষ্টা করছি। আশা করছি দ্রুত আমরা এ কাজও করতে পারব। তাদের আশঙ্কা আমরা বার বার মিথ্যা প্রমাণ করব।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. মোঃ নুরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রধান তথ্য অফিসার ড. মোঃ খালেদ কামাল।

সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শামীম রেজা। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির (এপিএ) সদস্য মোঃ হামিদুর রহমান। অতঃপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকা, টেলিভিশন ও অনলাইনের সিনিয়র সাংবাদিকগণ মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। তারা কৃষি বিষয়ক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তথ্যের অভাবের কথা তুলে ধরেন। একটি রিপোর্ট করার সময় প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় না। তথ্য চাইলে সংশ্লিষ্টরা অনেক সময় এড়িয়ে চলেন। এ ছাড়া তারা নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যের পুষ্টি মান, সমন্বিত কৃষি, কৃষির উন্নয়ন, কৃষি পণ্যের রপ্তানিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন, সংস্থা প্রধান, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদক, প্রধান বার্তা সম্পাদক, প্রযোজক ও রিপোর্টার প্রমুখ অংশ নেন।

খুলনার দৌলতপুরে নিরাপদ পান উৎপাদন কর্মসূচির কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ এম এম আব্দুর রাজ্জাক, কৃতসা, খুলনা

খুলনার দৌলতপুরে নিরাপদ পান উৎপাদন কর্মসূচির কর্মশালায় বক্তব্যরত কৃষিবিদ এম এম হাছেন আলী, পরিচালক, ক্রপস উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ক্রপস উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ এম এম হাছেন আলী বলেছেন, পান অর্থকরী ফসল এবং আমাদের ঐতিহ্যের সাথে জড়িত। রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্যের মধ্যে পান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। খুলনা অঞ্চলে প্রায় ৩ হাজার হেক্টর জমিতে পান চাষ হয়, যা দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এগিয়ে রয়েছে। তিনি গত ১১ এপ্রিল সকালে খুলনার দৌলতপুরের ডিএই অডিটরিয়ামে নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ কাজী আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় তিনি বলেন, গত বছর প্রায় ১৭৩.৫ টন পান বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পানচাষিরা তাদের উৎপাদনকে ধরে রেখেছেন। পানের ফলন ও ভালোমানের পান উৎপাদনে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর ফলে দেশে আরো ভালো মানের পান উৎপাদন হবে সেইসাথে বিদেশেও আমাদের পানের কদর বাড়বে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দৌলতপুর খুলনার অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোঃ সোহরাব হোসেন ও ডিএইর সাবেক পরিচালক কৃষিবিদ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার কৃষিবিদ হুসনা ইয়াসমিনের সঞ্চালনায় কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন ডিএই খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোহন কুমার ঘোষ।

সভাপতির বক্তব্যে খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, আমাদের নিরাপদ পান উৎপাদনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পান চাষে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈব পান উৎপাদনের দিকে পান চাষিদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের পান অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নতমানের হওয়ায় এর বৈশ্বিক চাহিদা রয়েছে এবং রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি নিরাপদ পান উৎপাদনের প্রতি উপস্থিত কৃষি কর্মকর্তা ও পান চাষিদের প্রতি আহ্বান জানান।

কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে রপ্তানিযোগ্য পান উৎপাদনকারী কৃষক সুব্রত বক্তৃতা দেন। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ডিএই খুলনা আঞ্চলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ কৃষি তথ্য সার্ভিস, বিএআরআই, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ও হর্টিকালচার সেন্টার, দৌলতপুরের কর্মকর্তাবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

পাবনায় ঈশ্বরদী উপজেলায় প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক কৃষি প্রযুক্তির হস্তান্তর প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ও প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী এবং বক্তব্যরত পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আজাহার আলী

ঈশ্বরদী পল্লি উন্নয়ন বোর্ড হলরুমে ২৮ মার্চ ২০১৯ কৃষকদের নিয়ে 'উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় (৩য় পর্যায়)। কৃষি প্রযুক্তির হস্তান্তর প্রকল্পের অর্থায়নে ঈশ্বরদী কৃষি সম্প্রসারণের আয়োজনে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে ঈশ্বরদী উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ আব্দুল লতিফের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আজাহার আলী। এ ছাড়া ঢাকা থেকে আগত অত্র প্রকল্পের মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার কৃষিবিদ নিজামুল হক পাটোয়ারী। প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ঈশ্বরদী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রোখসানা কামরুন্নাহার, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোস্তফা হাসান ইমাম।

প্রধান অতিথি প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী বলেন, দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে পরিবেশবান্ধব টেকসই লাভজনক কৃষি উৎপাদন বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আর প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আধুনকি কৃষি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং এর মাধ্যমে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। এ ছাড়াও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকের কারিগরি দক্ষতা বাড়িয়ে বৈশ্বিক জলবায়ুর সঙ্গে কৃষির খাপখাওয়ানো ও টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি দ্রুততম সময়ে সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং অন্যান্য কৃষি সেবা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে সম্প্রসারণ কর্মীদের সঙ্গে কৃষকদের যোগাযোগ দৃঢ় ও সহজ করা।

তিনি আরও বলেন, যুগের সঙ্গে তালমেলাতে প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি এখন মোটেও যথেষ্ট নয়। তাই যুগের সাথে তালমিলিয়ে টেকসই কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও কৃষকের দৈনিন্দন জীবন ব্যবস্থার উন্নয়নে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা জোরদারের আহ্বান জানান।

পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কাযক্রম সরেজমিন পরিদর্শন ও অত্র প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মাণাধীন ভবনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। একই সাথে কৃষকদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনার ওপর অন্যান্য কৃষক-কৃষাণীদের ব্যাচ আকারে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালণ করেন উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ একলাছুর রহমান।

গবেষণা এবং সম্প্রসারণ একই পাখির দুটি ডানা

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আব্দুল মুঈদ পরিচালক (সরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

গবেষণা এবং সম্প্রসারণ একই পাখির দুটি ডানা। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফসল উপযোগী জাত উদ্ভাবন করে। আর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকের মাঠে ছড়িয়ে দেয়। তাই উভয়ের মধ্যে যত জ্ঞানের আদান-প্রদান হবে, কৃষি হবে ততো সমৃদ্ধ। গত ১১ এপ্রিল বরিশালের রহমতপুরের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে বারি উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তির পরিচিতি শীর্ষক দিনব্যাপী এক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (সরেজমিন উইং) ড. মো. আব্দুল মুঈদ এসব কথা বলেন।

মাল্টার জাত সম্পর্কে তিনি বলেন, বারি মাল্টা-১ পিরোজপুরের ব্রান্ডিং। ফলটি ইতোমধ্যে এত জনপ্রিয় হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে আর আমদানি করতে হবে না। তিনি আরো বলেন, এখন আমাদের প্রয়োজন স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উন্নত জাত প্রতিস্থাপন। তাহলে কৃষক লাভবান হবেন। দেশও হবে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মদন গোপাল সাহা। বিশেষ অতিথি ছিলেন বারির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মাহাবুবুর রহমানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই; বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. সাইনুর আজম খান, ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক পার্থ প্রতিম সাহা, বারির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম, ড. দেবাশিষ সরকার প্রমুখ।

কর্মশালায় দুটি কারিগরি সেশনে বারি উদ্ভাবিত ফসলের বিভিন্ন জাত পরিচিতি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এতে বারি এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ ডিএই; বরিশাল ও ফরিদপুর অঞ্চলের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে।

ই-কৃষি বিষয়ক দুই দিনব্যাপী এআইসিসি সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কৃতসা, ঢাকা

ই-কৃষি বিষয়ক দুই দিনব্যাপী এআইসিসি সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত জনাব ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা এর আয়োজনে গত ২০-২১ মার্চ ২০১৯ তারিখে দুই দিনব্যাপী এআইসিসি সদস্যদের কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন প্রকল্পের আওতায় ই-কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এআইএস আইসিটি ল্যাবে অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. মো, নুরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কৃষি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কৃষি উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের কৃষিতে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। আমরা দানাদার খাদ্যে এরই মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। এখন আমাদের লক্ষ্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের টেকসই ধারাকে অব্যাহত রেখে সবার পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতের। সেই সাথে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থাপনাকে আরও লাভজনক করতে বর্তমান সরকার সচেষ্ট।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল; ড. মোঃ খালেদ কামাল, প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, মোঃ রেজাউল করিম, উপপরিচালক (গণযোগাযোগ), কৃষি তথ্য সার্ভিস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে ঢাকা অঞ্চলভুক্ত পাঁচটি জেলার ৩০ জন কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

পোরশায় আউশ প্রণোদনা বিতরণ করলেন

শেষের পাতার পর

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পোরশার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ কে এম আব্দুল্লাহ বিন রশিদ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। দেশের খাদ্য চাহিদা মেটাতে বোরো ধানের পাশাপাশি আউশে আবাদ বাড়াতে হবে। তাই বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকের উন্নয়নে এবং আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনার সহায়তা প্রদান করে চলেছে। তিনি আরো বলেন, বরেন্দ্র এলাকা বলে খ্যাত পোরশা উপজেলায় আমন ধান, গম, শীতকালীন সবজি চাষের পর জমি পতিত থাকে তাই সে সময়ের মধ্যে উফশী আউশ আবাদ সম্পন্ন করা সম্ভব। এই প্রণোদনার সহায়তা কাজে লাগিয়ে আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধির আহ্বান জানান এবং পাশাপাশি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে, ফলে বোরো ধানের পাশাপাশি আউশ ধানের চাষও বাড়াতে হবে। কারণ আউশ ধান চাষে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা কম থাকে। তাই তিনি সব কৃষকের আউশ ধান চাষে প্রণোদনা সহায়তা কাজে লাগিয়ে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় চলতি খরিপ-১/২০১৯-২০ মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে আউশ ধান চাষে ১ বিঘা উফশী আউশ ধান আবাদের জন্য ৫ কেজি বীজ, ১৫ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি সার প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে উপজেলায় ১০১০ বিঘা উফশী আউশ ধান চাষে ১০১০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে আউশ প্রনোদনা প্রদান করা হয়েছে। এই সকল সরকারী প্রণোদনা সহায়তা কাজে লাগিয়ে উফসী আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসার জন্য তিনি উপস্থিত কৃষকদের অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিকসহ ১০১০ জন প্রণোদনা সহায়তা গ্রহণকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পোরশা উপজেলা কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি অফিসার মো: আব্দুল হাই।

যশোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বারটানের এপ্রোপ্রিয়েট ডায়েট অ্যান্ড ফাইট ডিজিজেস শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

–এস এম আহসান হাবিব, কৃতসা, খুলনা

বারটানের এপ্রোপ্রিয়েট ডায়েট অ্যান্ড ফাইট ডিজিজেস শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আঞ্চলিক কেন্দ্র ঝিনাইদহের আয়োজনে এপ্রোপ্রিয়েট ডায়েট অ্যান্ড ফাইট ডিজিজেস শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আরোগ্যমূলক ওষুধের চেয়ে প্রতিরোধমূলক মেডিসিন সবচেয়ে ভালো। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য থাকা উচিত আমাদের মধ্যে রোগ তৈরি হতে দেবো না। আর সব প্রতিরোধমূলক ওষুধই প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই তৈরি হয়ে থাকে। ডায়েট বা খাবার যদি একটি ভারসাম্য তৈরির মাধ্যমে খাওয়া যায় তাহলে সে খাবারটি শরীরের জন্য অত্যন্ত ভালো এবং সে'টিই হয় শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী প্রতিদিনকার ভ্যাকসিন। তিনি আরও বলেন, পৃথিবীতে এমন কোনো কেমিক্যাল নেই যে তার ক্ষতিকারক দিক নেই সেটি ভিটামিন হোক কিংবা প্রোটিন হোক।

অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর অঞ্চল, কৃষিবিদ নির্মল কুমার দে-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য ও সেমিনারের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বক্তব্য রাখেন বারটান আঞ্চলিক কেন্দ্র ঝিনাইদহের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নুর আলম সিদ্দিকী।

বিষয়ভিত্তিক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তানভীর আহমেদ। তিনি তার উপস্থাপনায় কোলেস্টেরলের প্রয়োজনীয়তা, ক্ষতিকর দিক এবং এর থেকে বাঁচার উপায়, ডায়াবেটিসের কারণ এ রোগে আক্রান্ত হলে কী ধরনের খাবার নির্বাচন, করণীয়, অনুসরণীয় দিকসহ সর্বোপরি শিশু ও গর্ভবতী নারীদের খাদ্য বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ আনিছুর রহমান, ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন ড. মোঃ ওমর ফারুক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট খয়েরতলা যশোরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস, যশোরের সিভিল সার্জন ডা: দিলীপ রায়।

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস খুলনার প্রতিনিধি এস এম আহসান হাবিব। যশোর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) কৃষিবিদ সুশান্ত কুমার তরফদার, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি যশোর কৃষিবিদ পরেশ কুমার রায় প্রমুখ। সভাপতি অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ নির্মল কুমার দে অন্তত ৫টি বিষয় মেনে চলার তাগিদ প্রদান করেন। বিশুদ্ধ খাবার, প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটা, প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানো, ধর্মীয় চর্চা ও সুস্থ চিন্তা করা।

সোলার পাম্প কৃষকের আশীর্বাদ- ডিএই, ঝালকাঠি

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কৃষক মাঠদিবসে এফএফএস চাষি মো. জাহিদুল ইসলামের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করছেন জনাব মোঃ ফজলুল হক, উপপরিচালক, ডিএই, ঝালকাঠি

সোলার পাম্প কৃষকের আশীর্বাদ। কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য ফসলি জমিতে পানি সরবরাহ জরুরি। সে কারণে দরকার বিদ্যুতের ব্যবস্থা। তবে বিদ্যুৎ ছাড়াও সেচ দেয়া সম্ভব। আর এ জন্য প্রয়োজন সোলার পাম্প স্থাপন। এতে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়। চাষাবাদে লোকসানের আশঙ্কা থাকে না। তাই কৃষিকাজে বাড়ে চাষিদের আগ্রহ। গত ২ এপ্রিল ঝালকাঠি সদরের দেউলকাঠিতে সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের এক কৃষক মাঠদিবসে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ ফজলুল হক এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি সোলার পাম্পের সাহায্যে ৫০০ মিটার বারিড পাইপ স্থাপনের চলমান কাজ উদ্বোধন করেন। এ ছাড়া ৩০ শতাংশ জমিতে চাষকৃত খাটোজাতের নারিকেল বাগানে ডিপসেচ পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেন।

উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশালের ডিএই; আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী এ কে এম মাজহারুল ইসলাম ও কৃষি প্রকৌশলী মোঃ মশিউর রহমান। এছাড়াও কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিসহ কৃষান-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়িতে বিনা উদ্ভাবিত আউশ ধানের জাত বিনাধান-১৯ এর পরিচিতি ও চাষাবাদ বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

খাগড়াছড়িতে বিনা উদ্ভাবিত আউশ ধানের জাত বিনাধান-১৯ এর পরিচিতি ও চাষাবাদ বিষয়ে বক্তব্যরত কৃষিবিদ মুন্সী রাশীদ আহমদ,

পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী ফসল ও ফলের জাত উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উপকেন্দ্রে, খাগড়াছড়ির আয়োজনে খাগড়াছড়ি সদরে অবস্থিত বিনা উপকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষে গত ১১/০৪/২০১৯ তারিখ বিনা উদ্ভাবিত আউশ ধানের উন্নতজাত বিনাধান-১৯ এর পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, চাষাবাদ পদ্ধতি, প্রদর্শনী স্থাপন ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

বিনা উপকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কৃষিবিদ রিগ্যান গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, খাগড়াছড়ির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মুন্সী রাশীদ আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মো: ইব্রাহিম খলিল, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিনা, ময়মনসিংহ, কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ রিয়াজুর রহমান, বিনা ময়মনসিংহ এর উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: সামিউল হক।

প্রধান অতিথিব বক্তব্যে কৃষিবিদ মুন্সী রাশীদ আহমদ বলেন খরাসহিষ্ণু বিনাধান-১৯ এর জীবনকাল ৯০ থেকে ১০০ দিন এবং হেক্টরপ্রতি গড় ফলন আউশ ও আমন মৌসুমে যথাক্রমে প্রায় ৪ ও ৫ টন। চাল সাদা রঙের, লম্বা ও চিকন। রান্নার পরে ভাত ঝরঝরা হয় ও খেতে সুস্বাদু। পাহাড়ি অঞ্চলসহ যেখানে সেচের পানি অপ্রতুল বা সময়মতো ও প্রয়োজনমতো বৃষ্টিপাতের অভাবে ধান চাষ ব্যাহত হয় সেখানে বিনাধান-১৯ আউশ ও আমন উভয় মৌসুমে সরাসরি সারিতে বপন (ডিবলিং) পদ্ধতিতে সাফল্যজনকভাবে চাষ করা যায়। সেচের পানি সাশ্রয়ী চিকন চালের এ জাতটি পার্বত্য এলাকার পাহাড়ের ঢালে ও সমতলে আউশ ও আমন মৌসুমে একটি সম্ভাবনাময় ধানের জাত হিসেবে কৃষকদের মাঝে গ্রহণযোগ্য হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিনা খাগড়াছড়ি কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ জুয়েল সরকারের উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্যে কৃষিবিদ রিগ্যান গুপ্ত বলেন ধান চাষে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য খরাসহিষ্ণু আউশ ও আমন ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য ২০১৩ সালে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাহায্যে জাপান এটমিক এনার্জি এজেন্সি থেকে নেরিকা-১০ ধানের বীজকে ৪০ গ্রে মাত্রার কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয় বিনাধান-১৯, যা জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৬ সালে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। বিনাধান-১৯ বৃষ্টিনির্ভর অবস্থায় সরাসরি বপন (ডিবলিং) করা যায়। স্বাভাবিকভাবে কোনো সেচের প্রয়োজন হয় না। লবণাক্ত এলাকা ছাড়া দেশের খরাপীড়িত বরেন্দ্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ প্রায় সকল উঁচু ও মধ্যম উঁচু জমিতে এ জাতটির ভালো ফলন আশা করা যায়। প্রশিক্ষণে কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক কৃষককে ৪ কেজি করে বিনাধান-১৯ ধানের বীজ প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের এনএটিপি-২ প্রকল্পের ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক রিভিউ কর্মশালা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এনএটিপি-২ প্রকল্পের ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক রিভিউ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মোঃ আবুল হোসেন তালুকদার,

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ খামারবাড়ি চত্বরে ৭ এপ্রিল, ২০১৯ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেইজ-২ প্রজেক্টের (এনএটিপি-২) চট্টগ্রামা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক রিভিউ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ড. রতন চন্দ্র দে, পরিচালক, পিআইইউ, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেইজ-২ প্রজেক্ট, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা মহোদয়ের উপস্থিতিতে দুইটি কারিগরি সেশনে বিভক্ত রিভিউ কর্মশালার প্রথম কারিগরি সেশনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম এর উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আমিনুল হক চৌধুরী মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্য পরবর্তীতে প্রথম কারিগরি সেশন শুরু হয় যেখানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আবুল হোসেন তালুকদার মহোদয়। প্রথম সেশনে চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রকল্প কার্যক্রম উপস্থাপিত হয়। দ্বিতীয় কারিগরি সেশনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বান্দরবান জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ আলতাফ হোসেন মহোদয় সভাপতিত্ব করেন এবং এ সেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রকল্প কার্যক্রম উপস্থাপিত হয়।

উভয় সেশনে উপস্থাপিত কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মূল্যায়নকালে এনটিপি-২ প্রকল্পের পরিচালক ড. রতন চন্দ্র দে তার বক্তব্যে বলেন, প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলের আন্তরিকতা প্রয়োজন। বিভিন্ন রিপোর্টিং ও ডকুমেন্টেশনে যে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। প্রকল্প থেকে বীজ সংরক্ষণের জন্য যে ইরি কুকুন দেওয়া হয়েছে তা সংগ্রহ করে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাঝে প্রকল্প হতে যে মোবাইল ট্যাব সরবরাহ করা হয়েছে তা যেন কৃষির তথ্য সংগ্রহ, ভিডিও কনফারেন্সসহ কৃষি বিষয়ক কাজে ব্যবহৃত হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। বিভিন্ন উপজেলায় যে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের আয়োজন করা হয় তা কিভাবে কৃষককে প্রভাবিত করছে সে বিষয়ে প্রকল্পকে অবহিত করতে হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মূল্যায়নকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আবুল হোসেন তালুকদার মহোদয় তার বক্তব্যে বলেন, যে সকল বিষয়ের দুর্বলতা আজকের কর্মশালায় ফুটে উঠেছে সে দুর্বলতাগুলো শিগগির কাটিয়ে উঠতে হবে। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, এসআরডিআই, এসসিএ, কৃষি তথ্য সার্ভিস, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের শতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ভোজ্যতেলের উৎপাদন বাড়াতে হবে – মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেশে মোট ৪ দশমিক ৪৪ লাখ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ করা হয়, যা থেকে ৬ দশমিক ৫ লাখ টন সরিষা এবং সরিষা থেকে ২ দশমিক ৫০ লাখ টন তেল উৎপন্ন হয়।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, তেলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে মাঠপর্যায়ে সরিষার আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে। এ ছাড়া কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহ করা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা ও কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তেলবীজ তথা সরিষা উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হবে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত সচিবকে (গবেষণা) প্রধান করে ডিএই, বারি, ব্রি, বিনা ও এসআরডিআইর প্রতিনিধি নিয়ে ৬ সদস্যের একটি কমিটি করে দেয়া হয়েছে। কমিটিকে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

এ সময় কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থার প্রধানগণ, কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক ও কৃষিবিদসহ বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।

আউশের আবাদ বাড়াতে হবে

শেষের পাতার পর

উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোজি আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান অমূল্য রঞ্জন হালদার, উপজেলা কৃষি অফিসার দিগ বিজয় হাজরা, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী সিকদার, শ্রীরামকাঠি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উত্তম কুমার মৈত্র প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিসহ কৃষান-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, চলতি খরিফ-১ মৌসুমের প্রণোদনার অংশ হিসেবে উপজেলার ৬ শত কৃষকের প্রত্যেককে ব্রি ধান২৬'র ৫ কেজি বীজ, সে সাথে ১৫ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে দেয়া হয়।

পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য চাই নিরাপদ খাদ্য

শেষের পাতার পর

কৃষিবিদ দেব দুলাল ঢালী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অতিরিক্ত সচিব মহোদয় বলেন, আমরা এখন চালে উদ্বৃত্ত। তারপরও ধানের উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে এবং পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয় ভাবতে হবে। একদিকে দেশে জমি কমছে, অন্যদিকে যোগ হচ্ছে মানুষ। তাই অতিরিক্ত খাদ্য চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন আউশের আবাদ বাড়ানো, আর আমনে দরকার জাত পরিবর্তন। আউশ ধানে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উফশী জাত প্রতিস্থাপন করতে হবে। সে সাথে ভুট্টার আবাদ বাড়ানোর এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। এ ছাড়া তিনি কেঁচো কম্পোস্ট এবং ট্রাইকোকম্পোস্টের ওপর জোর প্রদান করেন। তিনি পিজিআর, ভেজালসার, মাটি পরীক্ষা, বাজার ব্যবস্থাপনা, ফল রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

মতবিনিময় সভায় ডিএই, বিএডিসি, এআইএস, এসসিএ, এসআরডিআই, বারি, ব্রি, সুগার ক্রপসসহ অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্যশস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নির্ধারণ হয়েছে ৪০ লাখ মে. টন। ভবিষ্যতে আরো বাড়ানোর দরকার হবে। লক্ষ্যমাত্রা যেহেতু আপনারাই করেছেন, বাস্তবায়ন আপনাদেরই করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ফলোআপ কার্যক্রম জোরদারকরণ। বরিশাল নগরীর সাগরদিতে ৬ এপ্রিল ব্রি সম্মেলনকক্ষে'বরিশাল অঞ্চলে আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধি' শীর্ষক দিনব্যাপী এক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান কৃষি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেন।

তিনি কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের বাণিজ্যিক কৃষিতে যেতে হবে। তবে ধান চাষে নির্দিষ্ট মাত্রায় না রেখে নয়। মাননীয় সচিব আরো বলেন, ক্ষুধা নির্মূলের লক্ষ্য অর্জন করতে প্রয়োজন পুষ্টিমান খাবারের নিশ্চয়তা দেয়া। আর আমরা তা পারব অবশ্যই।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) যৌথ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবির। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) মহাপরিচালক মীর নূরুল আলম, বিনার মহাপরিচালক ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী এবং বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএসআরআই) মহাপরিচালক ড. মোঃ আমজাদ হোসেন। ব্রির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ হোসেনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই; বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ সাইনুর আজম খান, ব্রির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আলমগীর হোসেন, বিনার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আবুল কালাম আজাদ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ গোলাম মোঃ ইদ্রিস, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত, ডিএই; বরিশালের উপপরিচালক হরিদাস শিকারী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের যুগ্ম পরিচালক ড. মোঃ মিজানুর রহমান, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ ছাব্বির হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কৃষকসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দেড়শতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিকে আরো এগিয়ে নিতে হবে

শেষের পাতার পর

দিনব্যাপী এক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (সরেজমিন উইং) ড. মো. আব্দুল মুঈদ এসব কথা বলেন। বোরো ধান উৎপাদন কোনো ক্রমেই যেন বিঘ্নিত না হয়, তাই কৃষকের পাশে থেকে পরামর্শ দেয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. সাইনুর আজম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক (শস্য উইং) এস এম হাছেন আলী। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ গোলাম মো. ইদ্রিস, ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক পার্থ প্রতিম সাহা, বরিশালের উপপরিচালক হরিদাস শিকারী, পটুয়াখালীর উপপরিচালক হৃদয়েশ্বর দত্ত, পিরোজপুরের উপপরিচালক আবু হেনা মো. জাফর, ভোলার উপপরিচালক বিনয় কৃষ্ণ দেবনাথ প্রমুখ। কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশাল ও ফরিদপুর অঞ্চলের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

আউশের আবাদ বাড়াতে হবে – গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাঝে আউশ ধানের বীজ এবং সার বিতরণ করছেন মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শ.ম. রেজাউল করিম

আউশের আবাদ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি দরকার উচ্চমূল্যের ফসল চাষ। বাংলার কৃষক এখন অনেক সচেতন। আপনারা জানেন কোন ফসল চাষাবাদে বেশি লাভ। তাই ভালো বীজ, সুষম সার এবং সময়মতো পরিচর্যা নিলেই ঘরে আসবে কাঙ্ক্ষিত ফলন। গত ১০ এপ্রিল পিরোজপুরের নাজিরপুরস্থ উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাঝে আউশ ধানের বীজ এবং সার বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শ.ম. রেজাউল করিম এসব কথা বলেন। এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পোরশায় আউশ প্রণোদনা বিতরণ করলেন –মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী

–মো: দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী

নওগাঁর পোরশা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে আউশ প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণ করছেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

নওগাঁর পোরশা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ১৩ এপ্রিল ২০১৯ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আউশ প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন পোরশা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ মো: আনোয়ারুল ইসলাম। এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কৃষিকে আরো এগিয়ে নিতে হবে

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (সরেজমিন উইং) ড. মো. আব্দুল মুঈদ

সরকারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কৃষিকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা এবং মানসম্পন্ন পুষ্টি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ। তাই চাহিদা অনুযায়ী এখনি দরকার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা। তাহলেই আমরা কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছাতে পারব। গত ১০ এপ্রিল নগরীর খামারবাড়ির ডিএই সম্মেলনকক্ষে ডিএইর স্ট্র্যাটেজি প্লান ২০২০-২০৩০'র ওপর এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য চাই নিরাপদ খাদ্য –অতিরিক্ত সচিব

–কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহী জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সকল সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় বক্তব্যরত জনাব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম রাজশাহী জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সকল সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে ৩১ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় রাজশাহীর অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের এনসিডিপি সম্মেলন কক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪, ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd